সূচীপত্র

আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমর বিল মা'রূফ
ও
নাহি 'আনিল মুনকার

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়	পৃষ্ঠা
২য় সংস্করণের ভূমিকা	০৫
আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার	০৭
আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকার-এর প্রধান দায়িত্বশীলগণ	০৯
শ্রেষ্ঠ উম্মত কোন হিসাবে?	১৩
আমর বিল মা'রূফ হবে কোন পথে?	১৬
আমর বিল মা'রূফ-এর প্রধান দু'টি বিষয়বস্তু	২১
আমর বিল মা'রূফ-এর ফযীলত	২৫
আমর বিল মা'রূফের দাঈদের সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকতে হয়	২৯
আমর বিল মা'রূফ-এর দাঈকে সাহায্যকারীর মর্যাদা	৩০
আমর বিল মা'রূফ-এর পূর্বশর্ত	৩৩
আমর বিল মা'রূফ-এর দাঈদের গুণাবলী	৩৬
আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের প্রকারভেদ	৪৫
দাওয়াত দান, না বিজয় সাধন?	৪৬
দাওয়াত হবে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের প্রতি, আংশিক দ্বীনের প্রতি নয়	৪৬
দাওয়াত : আল্লাহ্র পথে অথবা ত্বাগূতের পথে	৪৭
আরেকটি দাওয়াত যা তাগূতের সাথে আপোষকামী	৪৮
সংখ্যা কখনো সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড নয়	৪৯
হক ও বাতিল সর্বদা আপোষহীন	৫০
দাওয়াত ও জিহাদ	৫১
হকপন্থীদের স্তরভেদ	৫৩
কৃপণের পরিণতি	৫৪
দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব	৫৫
আমর বিল মা'রূফ-এর পদ্ধতি	৫৭
(১) প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া	৫৭
(২) উত্তম পন্থায় বিতর্ক করা	৬০
(৩) দূরদর্শিতার সাথে সংঘবদ্ধভাবে দাওয়াত দেওয়া	৬১
(৪) মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিরোধ করা ; (৫) মধ্যপন্থী হওয়া	৬২
(৬) সহজ পথ বেছে নেওয়া	৬৪
(৭) আমল পরিবর্তনের চাইতে আক্বীদা পরিবর্তনকে অগ্রাধিকার দেওয়া	৬৬
(৮) বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা	৬৯
(৯) সমাজ সংস্কারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা	৭১

بسم الله الرحمن الرحيم

২য় সংস্করণের ভূমিকা

(مقدمة المؤلف للطبعة الثانية)

দোষে-গুণে মানুষ। নবীগণ ব্যতীত অন্য মানুষের মধ্যে মন্দ প্রবণতা আপেক্ষিকভাবে বেশী। তাই সর্বদা তাদেরকে মন্দ থেকে ভালোর দিকে ফিরিয়ে আনা মানুষের জন্যই মঙ্গল। মুসলিম উম্মাহ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ জাতি। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। বরং এটিই হ'ল উম্মতের শ্রেষ্ঠত্বের রূহ। এটি না থাকলে তার শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না। বরং সে মুক-বধির ও চেতনাহীন একটি মৃত জাতিতে পরিণত হবে। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ যদি পরকালীন স্বার্থে হয়, তাহ'লে ব্যক্তি ও সমাজ উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। আর যদি সেটি দুনিয়াবী স্বার্থে হয়, তাহ'লে তা কোন স্থায়ী ফল দান করেনা?

আলোচ্য বইয়ে আমরা উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রধান দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। যা অধিকাংশ মানুষের কল্যাণে আসবে বলে মনে করি।

মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০১৩, ১৬/৯ সংখ্যায় 'দরসে কুরআন' কলামে প্রথমে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। অতঃপর সেটি জানুয়ারী ২০২২-য়ে বই আকারে প্রকাশিত হয়। অতঃপর বইটির চাহিদা বিবেচনা করে কিছুটা বর্ধিত কলেবরে ২য় সংস্করণ বের হ'ল। যাতে ৭টি দৃষ্টান্ত নতুনভাবে যোগ হয়েছে। যা হকপন্থীদের জন্য আশু ফল দান করবে বলে আশা করি।

বইটি প্রকাশে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা বিভাগের সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকলকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে দীন লেখকের ও তার মরহূম পিতা-মাতা, পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততির জন্য অত্র লেখনী পরকালীন নাজাতের অসীলা হৌক, এই প্রার্থনা করছি- আমীন!

নওদাপাড়া, রাজশাহী
২৮শে জুলাই ২০২২ বৃহস্পতিবার।

বিনীত
লেখক।

আল্লাহ বলেন,

اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ–

'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান কর প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সুন্দর পন্থায়। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক ভালভাবেই জানেন কে তার পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন কে সুপথপ্রাপ্ত' *(নাহল-মাক্কী ১৬/১২৫)*।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকার

আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ، (آل عمران ١١٠)-

‘তোমরাই হ’লে শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে’ *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১১০)*।

অত্র আয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতির প্রধান দু’টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। এর পরেই বলা হয়েছে وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ، ‘এবং আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস রাখবে’। এখানে ঈমান আনার বিষয়টি পরে আনার কারণ হ’ল আমর বিল মা‘রূফ ও নাহি ‘আনিল মুনকারকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। এ গুণটি সকল মানুষের মধ্যে কমবেশী আছে এবং সকলে এর মর্যাদা স্বীকার করে। কিন্তু অন্যেরা দুনিয়াবী স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অনেক সময় একাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও ইহূদী-নাছারাগণ এ থেকে দূরে থাকত। আল্লাহ বলেন, كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوْنَ- ‘তারা যেসব মন্দ কাজ করত, তা থেকে কেউ কাউকে নিষেধ করত না। তাদের কাজগুলি ছিল অতীব নিন্দনীয়’ *(মায়েদাহ-মাদানী ৫/৭৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، ‘তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে কেবল একারণে যে, যখন তাদের সম্ভ্রান্ত

লোকদের কেউ চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন দুর্বলদের কেউ চুরি করত, তখন তারা তার উপরে দণ্ড প্রয়োগ করত’।[১] মুসলমানদের মধ্যেও যারা দুনিয়াদার ও কপট বিশ্বাসী তাদের চরিত্র ইহূদী-নাছারাদের মতোই। ফলে তারাও একাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ বলেন, اَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، ‘মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা পরস্পরে সমান। তারা অসৎ কাজের আদেশ দেয় ও সৎকাজে নিষেধ করে’ *(তওবা-মাদানী ৯/৬৭)*। পক্ষান্তরে প্রকৃত মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ‘আর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় ও অসৎ কাজে নিষেধ করে’ *(তওবা-মাদানী ৯/৭১)*।

ইহূদী-নাছারা ও মুনাফিকদের স্বার্থদুষ্ট চরিত্রের বাইরে এসে প্রকৃত ঈমানের সাথে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ‘আমর বিল মা‘রূফ’-এর দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই কেবল মুসলিম উম্মাহ্র ‘শ্রেষ্ঠ জাতি’ হওয়া নির্ভর করে।

এর মাধ্যমে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের বানোয়াট সংস্কার বা তাদের রচিত বিধান আমর বিল মা‘রূফ হিসাবে গৃহীত হবে না। বরং এর সঠিক মানদণ্ড হবে ‘ঈমান’। অর্থাৎ আল্লাহ প্রেরিত সত্য বিধানই হ’ল মা‘রূফ ও মুনকারের প্রকৃত মানদণ্ড। কেননা বান্দার প্রকৃত কল্যাণকামী হ’লেন তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তাঁর বিধানই বান্দার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কল্যাণের চাবিকাঠি। তাঁর আদেশ-নিষেধই হ’ল প্রকৃত অর্থে মা‘রূফ ও মুনকার। নিঃসন্দেহে শরী‘আত অনুমোদিত বিধানই হ’ল মা‘রূফ বা সৎকাজ এবং শরী‘আতে নিষিদ্ধ বিষয় হ’ল মুনকার বা অসৎকাজ। মুসলিম উম্মাহকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদায় আসীন হ’তে হ’লে সেটাই মেনে চলতে হবে। আর সেকথাটাই বলে দেওয়া হয়েছে আয়াতের শেষ দিকে ‘তোমরা আল্লাহ্র উপরে ঈমান রাখবে’ একথা বলার মধ্যে। কেননা দুনিয়াবী স্বার্থের চাপে মুমিনরাও অনেক সময় প্রবৃত্তিরূপী শয়তানের তাবেদারী করে। যা তাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন থেকে নামিয়ে দেয়।

---

১. বুখারী হা/৩৪৭৫; মুসলিম হা/১৬৮৮; মিশকাত হা/৩৬১০ ‘দণ্ডবিধি সমূহ’ অধ্যায়-১৭, অনুচ্ছেদ-২, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ– 'বিচারক তিন শ্রেণীর। এক শ্রেণী জান্নাতী এবং অপর দুই শ্রেণী জাহান্নামী। জান্নাতী হ'লেন সেই বিচারক, যিনি সত্যকে জেনে-বুঝে সেমতে ফায়ছালা দেন। আর জাহান্নামী হ'ল সেই বিচারক, যে সত্যকে জানার পর অন্যায় বিচার করে। আর যে বিচারক অজ্ঞতাবশে ফায়ছালা দেয়, সেও জাহান্নামী'।[৫] অতএব সমাজের বিচারকগণ এবং আদালতের বিচারপতিদের যেকোন মূল্যে নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং সকল প্রকার আবেগ পরিহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا– 'আল্লাহ্র নিকট ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ দয়াময়ের ডান পার্শ্বে আলোকোজ্জ্বল মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হাতই ডান হাত। যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার অধীনস্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ' *(মুসলিম হা/১৮২৭; মিশকাত হা/৩৬৯০)*।

(৩) ওলামা ও শিক্ষকগণ : আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ، 'বস্তুতঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' *(ফাত্বির-মাক্কী ৩৫/২৮)*। তিনি বলেন, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ– 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে খবর রাখেন' *(মুজাদালাহ-মাদানী ৫৮/১১)*। তিনি আরও বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُولُو الْأَلْبَابِ– 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান

---

৫. আবুদাঊদ হা/৩৫৭৩; ইবনু মাজাহ হা/২৩১৫; মিশকাত হা/৩৭৩৫ রাবী বুরায়দা আসলামী (রাঃ)।

একা হ'লেও তিনি একাই একটি জামা'আত। এ জন্যেই দেখা গেছে, কোন কোন নবী সারা জীবন দাওয়াত দিয়েও কোন উম্মত পাননি। কেউ মাত্র একজন উম্মত পেয়েছেন'।[১৫] এর অর্থ এটা নয় যে, একাই সবকিছু সম্ভব, জামা'আতবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ সাধ্যমত জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপন করতে হবে। কাউকে না পেলে একা হ'লেও দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। দল ভারী করার জন্য বাতিলের সাথে মিশে যাওয়া যাবেনা। কুরআনে ও হাদীছে এবং রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের জীবনে যার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

বুঝের কমবেশীর কারণে নবীদের যুগে কাফির ও মুনাফিক নেতারা নিজেদেরকে সঠিক মনে করত এবং নবীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করত। বর্তমান যুগের মুসলিম-অমুসলিম বিদ্বানগণের অনেকে নিজেদের রায়কে এমনকি সাধারণ মুসলমানগণ নিজেদের খেয়াল-খুশী ও লালিত বিশ্বাসকে সঠিক ভাবতে অভ্যস্ত। এই অহেতুক যিদ ও অহংকার মুসলিম উম্মাহকে অহি-র পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

আমর বিল মা'রূফ-এর প্রধান দু'টি বিষয়বস্তু
(الموضوعان المهمان للأمر بالمعروف)

(১) কালেমায়ে শাহাদাতের প্রতি দাওয়াত :

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ– 'কেবল তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। অতঃপর তাতে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করে না। আর যারা আল্লাহ্র পথে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে। তারাই হ'ল (ঈমানের দাবীতে) সত্যবাদী' *(হুজুরাত-মাদানী ৪৯/১৫)*। অর্থাৎ মানুষকে সর্বাগ্রে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে।

---

১৫. মুসলিম হা/১৯৬ (৩২); মিশকাত হা/৫৭৪৪ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-১।

الْجَسَدِ ‘ঈমানের মধ্যে ধৈর্য্যের স্থান দেহের মধ্যে মাথার ন্যায়’। বিগত একজন বিদ্বান বলেছেন, بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تَنَالُ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ ‘ধৈর্য ও দৃঢ়বিশ্বাসের মাধ্যমে তুমি দ্বীনের নেতৃত্ব লাভ করতে পারবে’ *(তাফসীর ইবনু কাছীর)*।

(৮) অলস ও বিলাসীদের ধমক দিয়ে এবং আল্লাহ্র পথে সদাপ্রস্তুত মুমিনের জন্য সুসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ. تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتُقِشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثُ رَأْسُهُ مُغَبَّرَةٌ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَّهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ– ‘ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম। যদি তাকে দেওয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়, আর যদি না দেওয়া হয় তাহ’লে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক ও অধঃপতিত হোক। যদি তার পায়ে কাঁটা বিঁধে, তবে তা যেন কেউ উঠিয়ে না দেয়। আর ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে সর্বদা আল্লাহ্র রাস্তায় প্রস্তুত থাকে। যার চুল বিক্ষিপ্ত ও পা ধূলি ধূসরিত। যদি সে পাহারায় নিযুক্ত হয়, তাহ’লে সে পাহারায় থাকে। আর যদি সে দলের পশ্চাতে নিযুক্ত হয়, তাহ’লে সে পশ্চাতে থাকে। সে কারু সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। আর সে কারু জন্য সুফারিশ করলে তা কবুল করা হয় না’।[২১]

(৯) **দাঈগণ শিক্ষক সমতুল্য :** রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ– ‘আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান

২১. বুখারী হা/২৮৮৭; মিশকাত হা/৫১৬১ ‘রিক্বাক্ব’ অধ্যায়, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

ও যমীনের অধিবাসীরা এমন কি পিপীলিকা তার গর্তে ও মাছ পানির মধ্যে ঐ ব্যক্তির জন্য দো'আ করে যে মানুষকে উত্তম কথা শিক্ষা দেয়'।[২২] আল্লাহ্‌র পথের দাঈগণ সমাজের শিক্ষক তুল্য। অতএব তাদেরকে উক্ত মর্যাদা হাছিলের জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

(১০) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন, وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا– 'কিন্তু আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন শিক্ষক হিসাবে ও সহজকারী হিসাবে' *(মুসলিম হা/১৪৭৮; মিশকাত হা/৩২৪৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

আমর বিল মা'রূফের দাঈদের সর্বদা জ্ঞানার্জনে ব্রতী থাকতে হয় :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ হাদীছের সন্ধানে দূর-দূরান্তে গমন করতেন। যেমন তাবেঈ বিদ্বান কাছীর বিন ক্বায়েস (রহঃ) বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর সাথে বসেছিলাম। এমন সময় তাঁর নিকটে একজন লোক এসে পৌঁছল এবং বলল, হে আবুদ্দারদা! আমি রাসূলের শহর মদীনা থেকে আপনার নিকট শুধু একটি হাদীছের জন্য এসেছি। এছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনে আসিনি। শুনেছি আপনি নাকি হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করে থাকেন। জবাবে আবুদ্দারদা (রাঃ) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِّنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِر لَهُ من فِي السَّمٰوَات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَّلاَ دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ–

'যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের একটি পথে পৌঁছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ তার

---

২২. তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩, রাবী আবু উমামা বাহেলী (রাঃ)।

ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করার বাস্তব প্রমাণ বদরের যুদ্ধে দেখা গেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, إِذْ تَسْتَغِيْثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَآئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ– ‘যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট কাতর কণ্ঠে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে, তখন তিনি তোমাদের সে প্রার্থনা কবুল করেছিলেন এই মর্মে যে, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত এক হাযার ফেরেশতা দিয়ে’ *(আনফাল-মাদানী ৮/৯)*।[২৫] বস্তুতঃ মুসলমানদের বিগত বিজয় সমূহের মূল চাবিকাঠি নিহিত ছিল যুদ্ধের সময় আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনার মধ্যে।

(ঘ) আল্লাহ তাকে অজানা উৎস থেকে সাহায্য করেন :

যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا– وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ، وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا– ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন’ *(২)*। ‘আর তিনি তাকে তার অজানা উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন’ *(তালাক-মাদানী ৬৫/২-৩)*।

অতএব সর্বাবস্থায় সকল সৎকর্মের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। তবেই আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَثَلُ الَّذِى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَىِّ وَالْمَيِّتِ– ‘যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে স্মরণ করে এবং যে ব্যক্তি স্মরণ করে না উভয়ের উপমা হ’ল জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়’।[২৬] অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করলেই মুমিনের হৃদয়ে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধের জাযবা সৃষ্টি হয়।

২৫. বিস্তারিত বিবরণ দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ‘বদর যুদ্ধ’ অধ্যায় ‘ফেরেশতাগণের অবতরণ’ অনুচ্ছেদ ৩০১ পৃ.।
২৬. বুখারী হা/৬৪০৭; মুসলিম হা/৭৭৯; মিশকাত হা/২২৬৩ রাবী আবু মূসা আশ‘আরী (রাঃ)।

رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ– 'বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কারণেই তুমি তাদের প্রতি কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি রূঢ়ভাষী ও কঠিন হৃদয়ের হ'তে, তাহ'লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত। কাজেই তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর যরূরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর যখন তুমি সংকল্পবদ্ধ হবে, তখন আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার উপর ভরসাকারীদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/১৫৯)*। এতে বুঝা যায় যে, আক্বীদা হবে মযবুত। কিন্তু আচরণ হবে নরম।

(৩) হেদায়াতের আকাংখী হওয়া : অর্থাৎ যাকে দাওয়াত দেওয়া হবে তার হেদায়াতের আকাংখী হ'তে হবে। কারণ তার প্রতি বিদ্বেষী হ'লে দাওয়াত ফলপ্রসূ হবেনা। যেমন ১০ম নববী বর্ষে ত্বায়েফে দাওয়াত দিয়ে ফেরার পথে নির্যাতিত ও রক্তাক্ত রাসূলকে যখন পাহাড় সমূহের পরিচালক ফেরেশতা 'মালাকুল জিবাল' বলেন, আপনি চাইলে আমি 'আখশাবাইন' অর্থাৎ মক্কার আবু কুবায়েস ও কু'আইক্বা'আন পাহাড় দু'টিকে কাফেরদের উপর চাপিয়ে তাদের পিষে মেরে ফেলব। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, بَلْ أَرْجُو أَنْ يُّخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَّعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَلاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا– 'বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের ঔরস থেকে এমন সব সন্তান বের করে আনবেন, যারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[২৮] এর মধ্যে নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে বদ দো'আর বদলে তাদের হেদায়াতের আকাংখা ফুটে উঠেছে। যার মধ্যে আমর বিল মা'রূফের অনন্য নীতি বর্ণিত হয়েছে।

২৮. মুসলিম হা/১৭৯৫; বুখারী হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৫৮৪৮ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়-২৯, 'নবীকুল শিরোমণির মর্যাদা' অনুচ্ছেদ-১, রাবী আয়েশা (রাঃ); দ্র. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ 'ত্বায়েফ সফর' অধ্যায়, ১৮৭ পৃ.।